দৈনিক ইনকিলাব

[illegible] 16 JUL 2008
পৃষ্ঠা - ৩ কলাম - ২

আইনী জটিলতায় আবদ্ধ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ভাগ্য

ওমর ফারুক : আইনী জটিলতার বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের ভাগ্য নির্ধারণ। শুধু কি তাই? ক্যাম্পাস আছে, হল নেই। হল থাকলে বাস্তবতায় নেই। কাগজপত্র পাওয়া গেলেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উদ্যোগ নেই। শুধু তাই নয়, ২৫ হাজার ছাত্রছাত্রী থাকলেও পর্যাপ্ত পরিমাণ শিক্ষকও নেই। ইতোমধ্যে গঠনতন্ত্র সংশোধনের উদ্যোগ নিলেও সাড়া নেই। জানা গেছে, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০০৫ অনুযায়ী ২৭(৪) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ২০১৩ সাল থেকে সরকার আর্থিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়কে সাহায্য করবে না। চলতে হবে নিজস্ব গতিতেই। মজার ব্যাপার হলো, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের মাথাপিছু বেতনভাতা ছাড়া অন্য কোন আয় আসে না উল্লেখযোগ্য। অর্থ মানেই শিক্ষার্থীদের আয় দিয়ে চলতে হবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অথচ অন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকার নিয়মিত রাজস্ব দিচ্ছে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে বিমাতাসুলভ আচরণ কেন? বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তারা আবাসিক সংক্রান্ত আইনসহ ২৭(৪) আইনটিরও সংশোধনী পাঠিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে। কিন্তু এখনও সাড়া মেলেনি।

২০০৫ সালে ৩৩ কোটি ৪৭ লাখ ৭৮ হাজার টাকার প্রকল্প বরাদ্দ দিয়ে তৎকালীন সরকার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কার্যক্রম শুরু করে। এই টাকার মধ্যে ২০ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি ২০ তলা বিল্ডিংয়ের কার্যক্রম হাতে নেয় কর্তৃপক্ষ। বর্তমানে এটির ৭ তলা নির্মাণও করা হয়। প্রাথমিকভাবে ৭ তলা পর্যন্ত হবে। এটির নির্মাণ কাজও শেষ পর্যায়ে। এ মাসের ৩০ তারিখ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কৌশলী নির্মাতা লিমিটেড বুঝিয়ে দেয়ার কথাও রয়েছে। ঠিকমত কাজ হলে আগামী মাসের প্রথমদিকে তা উদ্বোধনী হবে-এমন ইঙ্গিত দিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয় ভিসি ড. সিরাজুল ইসলাম খান। বাকী টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট ভবন সংস্কার কাজে ব্যয় হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

এদিকে ২০০৫-০৬ অর্থবছর বাজেট পেশ করতে পারেনি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়। তৎকালীন দায়িত্বে থাকা প্রকল্প পরিচালক আয়েশা সিদ্দিকা তা করেননি কেন? তার উত্তর খুঁজে পাওয়া যায়নি। শুধু কি তাই? ভর্তি ফরম বিক্রি বাবদ প্রায় কোটি টাকা আয়ও তাই পায়নি বিশ্ববিদ্যালয় একাউন্ট। এ নিয়ে পত্রপত্রিকা রিপোর্ট প্রকাশ হলেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আমলে নেয়নি। ২০০৬-০৭ অর্থবছরে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়কে দিয়েছে মাত্র দেড় কোটি টাকা। ২০০৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভিসি ড. সিরাজুল ইসলাম খান ও ট্রেজারার ড. আবু হোসেন সিদ্দিক নিয়োগের পর ২০০৭-০৮ অর্থবছরে সরকারের কাছে ১২ কোটি টাকা চাওয়া হলে দিলে মাত্র ১০ কোটি টাকা। এ অর্থবছরে বাজেটে ছিল ১৩ কোটি ৩০ লাখ টাকা, যা এ বছর সংশোধনী বাজেটে পাসও হয়। বাকী টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আয় থেকে খরচ করা হয়েছে। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে শিক্ষার্থীদের কাছে ফরম বিক্রি করে আয় হয়েছে ৫৬ লাখ টাকা। জনপ্রতি ৫ হাজার উন্নয়ন ফি হিসাবে আসছে আরও ৪৪ লাখ টাকা। সব মিলিয়ে ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ব্যয় বেশী হয়েছে। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে বাজেট ঘোষণা করা হয়েছে ১৪ কোটি ৫২ লাখ টাকা। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন দেবে মাত্র ৮ কোটি টাকা, যা নিতান্তই অপ্রতুল। চাওয়া হলে আইন বড় বাধা হিসাবে দাঁড় করায় তারা।

বিশ্ববিদ্যালয় গঠনতন্ত্রের ২৭(৪) ধারা উল্লেখ রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্প বাস্তবায়ন হওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের পৌনঃপুনিক ব্যয় যোগাতে সরকার কর্তৃক প্রদেয় অর্থ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাবে এবং পঞ্চম বছর হতে উক্ত ব্যয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আয় থেকে মিটাতে হবে। ধারা অনুযায়ী আগামী ২০০৯-১০ অর্থবছরে পাবে ৬ কোটি টাকা। ২০১০-১১ অর্থবছরে ৪ কোটি, ২০১১-১২ অর্থবছরে ২ কোটি। ২০১২-১৩ অর্থবছরে পাবে না এক পয়সাও, সহযোগিতার হাতও না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠনতন্ত্র বলে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ৫ হাজার টাকা উন্নয়ন ফি ৫ বছর চলবে। বর্তমান বছরে তাও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তাহলে তাও নিতে পারবে না। ২০০৫-০৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে সেমিস্টার পদ্ধতি অনুযায়ী চললেও শিক্ষার্থী হ্রাসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী ২০১৩ সালে শিক্ষার্থীর সংখ্যাও ব্যাপক হ্রাস পাবে বলে জানিয়েছেন কর্তৃপক্ষ। তাদের মতে, সংখ্যা দাঁড়াবে ১০ হাজারে। তাহলে বেতনভাতাও পাবে কম। প্রশাসন সূত্র জানায়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ৭৭৯ শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীর পদ রয়েছে। কর্মকর্তা হলো ৫০৫ কর্মরত আছেন। বাকীদের নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন। অনুমোদিত শিক্ষকের পদ ৪৬৮, তার মধ্যে প্রেষণে রয়েছেন ৩৪২ জন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নিয়োগ পেয়েছেন ১২৬ জন। বর্তমানে কর্মরত ৩০৫ জন। অনুমোদিত কর্মকর্তার পদ রয়েছে ৫২ জন। এর মধ্যে প্রেষণে ৪ জন। বিশ্ববিদ্যালয় নিয়োগ ৪৮ জন। কর্মরত ৩১ জন, বাকীদের নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন। কর্মচারীর অনুমোদিত পদ হচ্ছে ২৫৯ জনের, প্রেষণে আছে ১০৩ জন। আর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগ ১৫৬ জন। কর্মরত ১৬৯ জন। বাকীদের নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন। বাংলাদেশ ব্যাংক সদরঘাট শাখা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে হওয়ায় প্রতিনিয়তই সমস্যার ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের। টাকা পোড়ানো, রাস্তার যানজট সৃষ্টি, দুটি প্রতিষ্ঠান একাকার হয়ে চলাচল করা ইত্যাদি ইত্যাদি। এ নিয়ে শিক্ষার্থীরা বেশ আন্দোলনও করে। পরে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গত ১০ মে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নরের সাথে আলোচনা করেন, যার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর ও প্রধান উপদেষ্টার সহযোগিতা, অর্থ উপদেষ্টার সাহায্যও চায়। ইতোমধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য কারণও চেয়েছেন বলে সূত্র জানিয়েছে। এদিকে হল উদ্ধারের প্রসঙ্গে জানতে চাওয়া হলে বিশ্ববিদ্যালয় ভিসি ড. সিরাজুল ইসলাম খান ইনকিলাবকে জানায়, আমরা সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা চেয়েছি। এখন তা সরকারের ব্যাপার। আমাদের হাতে কিছু নেই।